০৭-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে যদি ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য অধিকারের তিলক লাগাতে চাও, তা হলে দেহ সহিত দেহ সম্পর্কিত সব ভাবকে ভুলে এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো।

প্রশ্ন :- গরীব বাচ্চাদের কোন্ বুদ্ধিমত্তায় বাবা খুশী হন এবং তাদেরকে কি ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন?

উত্তর :- গরীব বাচ্চারা, যারা নিজেদের কানা-কড়ি পর্যন্ত বাবার সেবায় দিয়ে সফল হয়, তারাই ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য নিজের ভাগ্যকে সঞ্চিত করতে পারে। বাবাও বাচ্চাদের এই বুদ্ধিমত্তায় খুব খুশী হন। এই ধরণের বাচ্চাদেরকেই বাবা ফার্স্টক্লাস পরামর্শ দিয়ে বলেন, "বাচ্চারা তোমরা ট্রাস্টী হও। কোনও কিছুই নিজের ভেবো না। নিজেকে ট্রাস্টী মনে করে নিজের বাচ্চাদের দেখাশোনা কর। জ্ঞানের দ্বারা নিজের জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজার রাজা হও।"

গীত :- ভাগ্যকে জাগিয়েই যে এসেছি .....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, দুটো বাক্য শুনলে তোমরা। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে, তোমরা এখানে এসেছো নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করতে। তবে ভাগ্য তৈরী করার জন্য তেমন চেষ্টাও (পুরুষার্থ) তো করতে হবে। বাচ্চারা তা জানে এখানেই সেই শ্রীমৎ বা মহামন্ত্র পাওয়া যায়। আর সেই মহামন্ত্র হল 'মনমনাভব'। যদিও এগুলি অক্ষর বা শব্দ। কিন্তু কে এই মন্ত্র দিয়ে থাকেন ? তিঁনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ এবং মত-এরও সাগর। আর ওঁনার এই মত কেবল একবারই পাওয়া যায়। অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে (ড্রামাতে) একবার যা ঘটে, তা আবার ৫ হাজার বছর পরেই ঘটে। আর এই একটি মহামন্ত্রের (মনমনাভব) দ্বারাই ভবসাগর পার হতে হবে। পতিত-পাবন বাবা কেবল একবারই এসে এই শ্রীমৎ দেন। কিন্তু কে এই পতিত-পাবন ? পরমপিতা পরমাত্মাই পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যান। তাই ওঁনাকেই পতিত-পাবন, সদ্গতি দাতা বলা হয়। তোমরা এখন ওঁনার সামনেই বসে আছো। তোমরা বুঝেছ, একমাত্র উঁনিই তোমাদের সবকিছু। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্ব্বোচ্চ, যিঁনি আমাদের ভাগ্যের বিধাতা। তোমাদের বিশ্বাস আছে যে, এই মহামন্ত্র একমাত্র বেহদের বাবাই দিয়ে থাকেন। যেহেতু তিঁনিই আমাদের অসীমের পিতা। এক বাবা হলেন নিরাকার শিববাবা আর এক বাবা হলেন সাকার ব্রহ্মাবাবা। বাচ্চারা যেমন বাবাকে স্মরণ করে, বাবাও তেমনি বাচ্চাদেরকে স্মরণ করে। কল্প কল্প ধরে বাবা তার নিজের বাচ্চাদেরকেই এসব শুনিয়ে থাকেন। বাবা বলছেন, সবার সদ্গতির জন্যই এই একটাই মন্ত্র আর সেই মন্ত্রদাতাও হলেন সেই একজন শিববাবাই। এই সদগুরুই কেবল সৎ-মন্ত্র দাতা। তোমরা জেনেছো যে, তোমরা এখানে এসেছো নিজেদের সুখধামের জন্য ভাগ্য তৈরী করতে। সুখধাম বলা হয় সত্যযুগকে, আর বর্তমানের এই দুনিয়া দুঃখধাম। যারা বাবার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ সন্তানে পরিণত হয়েছে, একমাএ তাদেরকেই শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা মন্ত্র দিয়ে থাকেন। আর এর জন্যই ওনাকে ব্রহ্মার সাকার শরীরে আসতে হয়। তা না হলে তিনি কিভাবেই বা ব্রাহ্মণদের মন্ত্র দেবেন! বাবা বলেন, "আমি কল্প কল্প ধরে প্রতি কল্পেই তোমাদেরকে এই মামেকম্ (আমাকে স্মরণ করতে) -এই মহামন্ত্র দিয়ে আসছি। দেহের সব প্রকার ধর্মকেই ত্যাগ করে, দেহ আর দেহ সম্বন্ধীয় সব ধর্মকেই ভুলে যাও।" নিজেকে দেহভাবে থাকলে আবার দেহের সম্বন্ধীয় যারা, যথা - কাকা,

মামা, গুরুগোসাই ইত্যাদি সবাই স্মরণে আসবে। কেউ কেউ বলে থাকে, আত্মা ভেবে নিজের দেহ-ভাবকে মারতে পারলেই তো সমগ্র দুনিয়া তোমার কাছে মৃতবৎ মনে হবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন সুন্দর মন্ত্রই দিয়ে থাকি। নিজেকে আত্মা ভেবে অশরীরী হয়ে যাও। দেহের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করো। এখানে তো সবাই হলো দেহ- অভিমানী। কিন্তু সত্যযুগে সবাই হয় আত্ম-অভিমানী। একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই তোমরা যেমন আত্ম-অভিমানীও হও আবার পরমাত্মাকে জেনে তাঁর প্রতি আস্তিকও হও। আস্তিক তাদেরকেই বলা হবে, যারা পরমপিতা পরমাত্মা এবং তাঁর রচনাকে সঠিক ভাবে জানতে সক্ষম হয়। আস্তিক না তো কলিযুগে থাকে আর না থাকে সত্যযুগে। আস্তিক কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই থাকে। বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে, তারাই আবার সত্যযুগে রাজত্ব করে। এখানে এই স্থূল জগতেই কেবল নাস্তিক আর আস্তিকের ব্যাপারটা আসে, সত্যযুগে কিন্তু এসব কিছুই চলে না। সেইসব ব্রাহ্মণেরাই আস্তিকে পরিনত হয়, যারা পূর্বে নাস্তিক ছিল। বর্তমানে সমগ্র দুনিয়াটাই নাস্তিক। কেউ-ই এই বাবাকে বা বাবার রচনাকে সঠিক ভাবে জানে না। তাই তো জগতের লোকেরা কত সহজেই বলে বাবা সর্বব্যাপী। তোমাদের তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই এক বেহদের বাবার সাথেই যা সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। হয় তোমরা তাঁর শ্রীমৎ পাও, নতুবা পুরুষার্থ করিয়ে তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন বাবা। তাই তিনি বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন- "বাচ্চারা, তোমরা দেহের সম্পর্কিত দেহভাবকে ভুলে অন্য কাউকে আর স্মরণ করো না। কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা মনে রেখে এই এক বাবাকেই স্মরণ করবে।" একেই মহামন্ত্র বলা হয়। যার দ্বারা তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তার সাথে ২১-জন্মের জন্য তোমরা স্বরাজ্যের তিলকও পেয়ে থাকো। একমাত্র তিনিই প্রালব্ধ দাতা। গীতার মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো -নরকে নারায়ণ এবং মানুষকে দেবতা বানানোর।

বাচ্চারা তোমরা এটাও তো জানো, এই দুনিয়া এখন একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে! সাথে সাথে নতুন দুনিয়ার জন্যও ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে। বর্তমানের দুনিয়াটা তো মৃত্যুলোক। তাই দেখ, এখানকার মানুষদের ভাগ্য কেমন ! এই কারণেই তো এর নাম দুঃখধাম। কিন্তু, এ সব কথা বলছে কারা ? -আত্মারাই তা বলছে। কিন্তু তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছো। আত্মারাই বলছে এটা দুঃখধাম। আর আমাদের পরমধাম সেটাই যেখানে শিববাবাও থাকেন। এখন বাবা আমাদের সেই জ্ঞানই শোনাচ্ছেন যার দ্বারা আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বাবা কেবল একটাই মহামন্ত্র দিয়ে থাকেন- "আমাকে স্মরণ করো।" যদি কোনও দেহধারী থেকে কিছু শোনো, কিন্তু স্মরণ কেবল আমাকেই করবে। অবশ্য শুনতে তো হবে কোনও না কোনও দেহধারী থেকেই। যেমন, ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও তো মুখের সাহায্যেই তা শোনাবে। একমাত্র পতিত-পাবন বাবাকেই স্মরণ করো। তবেই, তোমাদের উপর যে বিকর্মের বোঝাগুলি আছে, একমাত্র বাবাকে স্মরণ করেই, সেই স্মরণের শক্তি দ্বারাই সেগুলি সব ভষ্ম করতে হবে। নিরোগীও হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন সেই বাবার সম্মুখেই বসে আছো। তোমারা বুঝেছো যে, বাবা এসেছেন তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে আর সহজ পথের দিশা দেখাতে। কিন্তু তোমরাই আবার বাবাকে বলো, "বাবা আপনাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাই!" তখন বাবা জানান, এজন্য কি তোমাদের লজ্জা আসে না ? যে লৌকিক বাবা তোমাদেরকে কেবল পতিতই বানায়, তাকে তো ঠিকই মনে রাখো। এদিকে যে অলৌকিক বাবা, যিনি তোমাদেরকে এমন পবিত্র-পাবন বানান, কেবল মাত্র এটুকুই বলেন - 'মামেকম্ (আমাকেই) স্মরণ করো, তা হলেই তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হবে- তাকেই তোমরা বলো, "বাবা, আপনাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাই আমরা !" বাবা বলছেন, "এদিকে আমি তোমাদেরকে মন্দিরের (বিগ্রহের) উপযুক্ত করে তুলি।" তোমারা তো জানই, এই ভারত পূর্বে

শিবালয় ছিল, তখন তোমরাই সেখানে রাজত্ব করতে, পরে তোমাদেরই জড় চিত্রকে মন্দিরে পুজো করা হয়। তোমরা যে পূর্বে দেবতা ছিলে, সেই কথাটাই তোমরা এখন ভুলে গেছো। তোমাদের মাম্মা আর বাবা যারা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল, তারাও এখন পূজারী হয়ে গেছে। যদিও এই জ্ঞান অবশ্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ে অবশ্য তাদেরকেই মূখ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে। সর্বপ্রথম সংস্থাপনে যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিল, যদিও তারা এখন আর নেই। ৫ হাজার বছর আগে সত্যযুগ ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়টা কলিযুগ। কলিযুগের পরেই আবার সত্যযুগ আসে। তাই শ্রীমৎ-দাতাকেও অবশ্যই আসতে হবে। আর দুনিয়ারও পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু তার জন্য যতই প্রচার ও ঢাক-ঢোল পেটাও না কেন, তাতে তো আর বৃক্ষরূপী ঝাড় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে না। বাধা-বিঘ্নও আসতে থাকবে।

বাচ্চারা ভিন্ন-ভিন্ন নাম রূপে অনেকেই ফেঁসে যায়। বাবা বলেন, এই সব নাম রূপে ফেঁসো না। যদিও গৃহস্থ ব্যবহারে পরিবারের সাথেই থাকবে, কিন্তু এই এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। ভগবান উবাচ - "কাম ভাব মহাশত্রু।" পূর্বেও গীতার ভগবান এই কথাই বলেছিলেন, এখনও তাই বলছেন। গীতার ভগবান অবশ্যই কামের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন। একটি রাবণরাজ্য, অপরটি রামরাজ্য। রামরাজ্য অর্থাৎ দিন আর রাবণরাজ্য রাত। বাবা জানাচ্ছেন, রাবণরাজ্যও এখন শেষ হতে চলেছে। তারই সব ধরনের তোড়জোড়ও চলছে। বাবা জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে জ্ঞানী বানিয়ে তবেই তোমাদের নিয়ে যাবেন, যেহেতু সেখানে গেলেই তো তোমাদের রাজত্ব করতে হবে। এই পতিত পৃথিবী মোটেই তোমাদের রাজত্ব করার উপযুক্ত নয়। শিববাবার তো পা নেই যে তিনি এই দুনিয়াতে পা রাখবেন! আবার দেবতাদেরও পা তো এই পতিত দুনিয়াতে পরতে পারে না। তোমরা জেনেছো, তোমরাই আবার দেবতা হতে চলেছো। আবার এই ভারতভূমীতেই আসবে তোমরা। তখন অবশ্য এই সৃষ্টির পরিবর্তন হয়ে কলিযুগ রূপান্তরিত হয়ে সত্যযুগ এসে যাবে। সেই লক্ষ্যেই এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মায় পরিনত হতে যাচ্ছো। অনেকেই বলে- বাবা, মনেতে তুফান আসছে। তখন বাবা তাদেরকে বলেন, তোমরা কি এই বাবাকে ভুলে গেছো, বাবার শ্রীমতে কি চলছো না! এই বাবা সর্বদাই শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে থাকেন। তাই বাচ্চারা, তোমরা কখনও ভ্রষ্টাচারী হয়ো না। তোমাদের এই শিক্ষক স্বয়ং শিববাবা। তিনি বলছেন, "সর্বদা মামেকম্ (আমাকেই) স্মরণ করো"। এমন কি আমার রথকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) স্মরণ করবে না। এখানে কেবল রথী আর রথবান। এখানে অবশ্য ঘোড়া গাড়ির কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। ওতে বসে কি জ্ঞান দেওয়া সম্ভব! আজকাল তো এ্যারোপ্লেনেও যাতায়াত করা যায়। সাইন্স (বিজ্ঞান) কতই না শক্তিশালী হয়েছে। এইরকম মায়ার পাম্পও (শোভা-যাত্রাও) খুবই শক্তিশালী। তাই একে অপরকে কতই না খাতির করে। কোনও জায়গার প্রাইম-মিনিস্টার (প্রধানমন্ত্রী) এলে তিনি কত সম্মান পেয়ে থাকেন। হয়ত, ১৫ দিন পর তাকেই আবার তার পদ থেকে নামিয়েও দেওয়া হয়। বর্তমানের বাদশাহীতে এমন সমস্যাই বিদ্যমান। তাই তারাও সর্বদা ভয়ে ভয়েই থাকে। এদিকে তোমরা কত সহজেই এই জ্ঞান পেয়ে থাকো। তোমরা এখন এতই গরীব যে, তোমাদের কাছে কানা-কড়িও নেই। তবুও তোমরা বাবাকে ট্রাস্ট্রী করে বলো - বাবা এই আমার যা কিছু, সবই আপনার। উত্তরে বাবাও বলেন, আচ্ছা তোমারাও আমার ট্রাস্টী হও। আর এসবকে যদি তোমারা একেবারে নিজস্ব মনে করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের সঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। যারা প্রকৃত বিশ্বস্ত (ট্রাস্ট্রী) হবে, তাদেরকেও বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে। যেহেতু তোমরা গরীব, তাই ভাবো যে, এইসব অকাজের জিনিস, সব বাবাকেই দেবো। বাবা কিন্তু

তোমাদেরকে ফাস্ট ক্লাস উপদেশই দিয়ে থাকেন। তিনি জানান, বাচ্চাদেরকেও তো সামলাতে হবে। এই সময়ে তোমরা বাবার থেকে যে জ্ঞান লাভ করে থাকো, তার ফলেই তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তোমারা রাজার রাজায় পরিণত হও। এছাড়াও বাবার তো দায়িত্ব - বাচ্চাদের সঠিক রায় ও উপদেশ দেওয়া। অতএব, বাবাকে সেইভাবে স্মরণ করার জন্য খুবই আগ্রহ থাকতে হবে, তবেই দয়াবান হতে পারবে। কেউ গর্তে পরলে তাকে বাঁচাতে হবে। খুবই যুক্তি সহকারে চলতে হয়।

সূর্পনখা, পুতনা, অজামিল, দুর্যোধন এসব হল এখনকার নামকরণ। এই দৃশ্য আবার আসবে পরের কল্পে। তখনও এই ভাবে স্বয়ং পরমপিতা সামনে বসে এই জ্ঞানই দেবেন। যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা পদ লাভ করা যায়। তোমরাও এখানে এসেছো ৫ হাজার বছর আগের মতন, আবারও বাবার আশীর্বাদী বর্সা নিতে। পূর্বেও এমন ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। এসব তারই সাথে সম্পর্কিত। বাবা বাচ্চাদেরকে ভালো রীতিতে শিখিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে দেবতা পদ পাইয়ে দেন। তোমরা এখানে এসেছো বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে। ব্রহ্মা বা জগৎ-অম্বা বা কোনও বি কে দের কাছ থেকে সেই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া সম্ভব নয়। তারাও সবাই এই এক বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে থাকে। তারপর তারা তা অপরকেও বুঝিয়ে থাকে। তোমরাও জগৎ পিতার সন্তান হয়ে ওঁনার আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে থাকো। শিববাবা সবাইকেই আলাদা আলাদা ভাবে বলেন, "বাচ্চারা তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ করো।" -এতেই সরাসরি তীর লাগে। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বাচ্চারা, একমাত্র আমার থেকেই তোমাদেরকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে।" যদি তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সম্বন্ধীয় কেউ মারা যায়, তবুও সেই আশীর্বাদী বর্সা এই এক বাবার থেকেই নিতে হবে। তাতে তোমরাও খুব আনন্দিতই হবে। আরে, তোমরা তো এখানে এসেছো, নিজেদেরকে ভাগ্যশালী বানাতে, আর তোমরা এটাও জেনেছো যে, এই বাবাই আবার আমাদেরকে স্বর্গের মালিকও বানাচ্ছেন। তবে তা প্রাপ্তির জন্য সে ধরণের সংস্কারীও হতে হবে অবশ্য। সম্পূর্ণরূপে তাঁর শ্রীমৎ ধারণ করতে হবে। বিকার থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। যাতে তোমরা পবিত্র-পাবন আর নির্বিকারী হও। অবিনাশী নাটক আর বৃক্ষরূপী ঝাড়কে ভাল ভাবে বুঝতে হবে, তা হলেই আর কোনও সমস্যাই হবে না, যা অতি সহজ ব্যাপার। তারপরেও তোমরা বলো, বাবা আমরা আপনাকে ভুলে যাই ! বিকারের ভুত এসে যায় যে। বাবা বলেন, তোমরা এই ভূত রূপী বিকারকে তাড়াও। নিজেদেরকে নিজের মনের আয়নায় দেখো- তোমারা নিজেরা কতটা যোগ্য-উপযুক্ত হয়েছো, নর থেকে নারায়ণ হবার জন্য। বাবা বসে এ ভাবেই বোঝাচ্ছেন - ওহে আমার মিষ্টি মিষ্টি সৌভাগ্যশালী সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো তো সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য। এখন তোমরা সবাই দুর্ভাগ্যশালী। একদা এই ভারতবাসীরা খুবই ধনবান ও সৌভাগ্যশালী ছিল, কতই না ধনবান ছিল তারা। এ তো সেই ভারতেরই কথা। তাই বাবা বুঝিয়ে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা ভাবো। যেহেতু, তোমাদের তো আমার কাছেই আসতেই হবে। যার ফলে তোমাদের অন্তিম চিন্তা ধারা তোমাদেরকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। অবিনাশী নাটক এখন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে, যে কোনও মুহূর্ত্তেই ঘরে (পরমধামে) ফিরে যেতে হতে পারে। বাবা তারও উপায় বলে দেন। কিভাবে সর্ব্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূণ্য আত্মা হওয়া যায়। পূর্বে এই দুনিয়াই তো পূণ্য আত্মাদের দুনিয়াই ছিল, যা পুনঃর্বার আবার স্থাপিত হতে যাচ্ছে। এই পুরানো দুনিয়ারই পরিবর্তন হয়ে আবার নতুন দুনিয়াতে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। অন্যেরা তা বিশ্বাসও করে, পূর্বেকার প্রাচীন ভারত স্বর্গই ছিল। হেভেনলি গড ফাদার (ভগবান)-ই

তাকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়কালে তিনি আবির্ভূত হন ? -এই সঙ্গমযুগেই তিনি আসেন। তাই এই সময়কে কল্যাণকারী বাবার আসার সময় বলা হয়। বর্তমানের এই দুনিয়া- বিশাল রাবণ সম্প্রদায়ের রাজ্য। সেই তুলনায় রামের সম্প্রদায় সংখ্যায় কত কম। এখানেই যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে। বাচ্চারাও আবার তাদের বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে আসবে। তাই তারা আবারও প্রদর্শনী এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে সবাইকে বোঝাতে থাকবে। তাই এভাবেই তোমাদেরকে এখন অনেক পরিশ্রম করেই প্রচুর সেবা করতে হবে। বাবা তাঁর প্রিয় বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলেই যাচ্ছেন, "এ সবই অবিনাশী নাটকে নিহিত আছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তা একেবারেই সঠিক অবিনাশী নাটক অনুযায়ী অবশ্যই।" বাবা জানাচ্ছেন, "সব কিছুই ঘটছে অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারেই, আমিও এই নাটকে আছি।" "বাচ্চারা, এই কারণেই আমাকেও এই পতিত দুনিয়াতে আসতে হয়।" দেখো কিভাবে পরমধাম ছেড়ে এখানে আমাকে আসতে হয়েছে, শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য। যেমন, প্লেগের মতন ভয়ঙ্কর রোগীকে ছেড়ে ভাক্তারেরা কখনও পালিয়ে যায় না। তাদেরকে তো তাদের কর্ম-কর্তব্য করতেই হবে। জগতের মানুষেরাই তো এই বাবার উদ্দেশ্যে গীত-গাঁথা করে ডাকতে থাকে, "হে পতিত-পাবন এসো, ৫ বিকার থেকে মুক্ত করে আমাদের এই দুঃখধাম থেকে উদ্ধার করে সুখধামে নিয়ে চলো। একমাত্র ঈশ্বরই মুক্তিদাতা। তিনিই সকলকে মুক্ত করে, সকলের পথ-প্রদর্শক হয়ে নিজের কাছে তথা পরমধামে নিয়ে যান। পুরুষার্থের ভিত্তিতে ক্রম অনুযায়ী তারপর আত্মারা সবাই আসতে থাকে। প্রথমে সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী, এরপর দ্বাপর শুরু হতেই তোমরা পূজ্যরা পূজারীতে পরিণত হও। গীত-গাঁথাও আছে যে, দেবতারা তখন বামমার্গে অর্থাৎ পাপের দুনিয়াতে প্রবেশ করে। বামমার্গের চিত্রেও তার বর্ণনা দেখিয়ে থাকে। এখন যা তোমরা বাস্তবিক ভাবেই জানতে পারছো - তোমরাই পূর্বে দেবী-দেবতা ছিলে - যা কত সহজেই বুঝতে পারা যায়। এগুলিকেই খুব ভালো রীতিতে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো, নিজেদেরকে সৌভাগ্যের অধিকারী বানাতে। এখানে স্বয়ং শিববাবা তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন। তিনি আবার শিক্ষক হিসাবেও অনন্য অর্থাৎ এক নম্বরের। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের সাহায্যে ভগবান স্বয়ং সব বেদ-শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে থাকেন এখানে। সেক্ষেত্রে ব্রহ্মাই তো তা প্রথমে শুনবে- তাই না! আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরকে সূক্ষ্মবতনেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণু তো সত্যযুগের মালিক আর ব্রহ্মা হলেন সঙ্গমযুগের। অথচ ব্রহ্মাকে তো এখানেও প্রয়োজন। তবেই তো ব্রাহ্মণেরা আবার দেবতা হতে পারবে। যেহেতু এটা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। পূর্বেও এইরূপ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। এই যজ্ঞের মাধ্যমেই সমগ্র দুনিয়া স্বাহা অর্থাৎ ভস্ম হয়ে যায়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা আবার এখানেই সেই নতুন দুনিয়াতে এসে রাজত্ব করবে। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের ভিতরের বিকার-রূপী ভূতগুলিকে বের করে সাধারণ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। নিজের মনের আয়নায় দেখতে হবে, তার জন্য আমি কতটা উপযুক্ত হয়েছি।

২) নিজেকে আত্মা ভেবে অশরীরি ভাবে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দেহেরভাব যেন না আসে মনে, তার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- সর্বপ্রকার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ অনুভবকারী, মাস্টার দাতা হও।

বিস্তার :- বলা হয়ে থাকে - একটা দিলে হাজারটা পাওয়া যায়। বিনাশী সম্পদ যত দেবে তা ততই কম হবে। কিন্তু অবিনাশী সম্পদ যত দিতে থাকবে, ততই তা বাড়তে থাকবে। অবশ্য দিতে পারে সে, যে নিজে পরিপূর্ণ থাকে। তাই মাস্টার-দাতা অর্থাৎ যে স্বয়ং পরিপূর্ণ আর সম্পন্ন থাকে। সে নেশায় মত্ত থাকে এই ভেবে যে, বাবার সম্পত্তি মানে আমারও সম্পত্তি। যারা বাবাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং স্মরণ করে, তারাই সর্বদা সব কিছু স্বাভাবিক রীতিতেই পেয়ে থাকে, যার জন্য চাওয়ার বা নালিশ জানানোর প্রয়োজন হয় না।

স্লোগান :- নিজের স্থিতিকে অচল-অনড় বানাও, তবেই অন্তিম বিনাশের দৃশ্যকেও দেখতে পাবে।